জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভা ২৪ অক্টোবর ২০১৭ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় ড. ভাগ্য রানী বনিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মো: ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, গাজীপুর, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৭ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৭ তম সভা ২১ আগষ্ট, ২০১৭ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৭ খ্রি: তারিখের ১৯০৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৭ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২: হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনা।

কারিগরি কমিটির ৮৭ তম সভায় বোরো/২০১৬-১৭ মৌসুমের ৭টি ধানের হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের সুপারিশের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩ তম সভায় হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি সংশোধনের জন্য নিম্নবর্নিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন :-

১. কারিগরি কমিটি কর্তৃক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে: বাংলাদেশে ইতোপূর্বে নিবন্ধিত ১ টি জনপ্রিয় ও আদর্শ জাতকে চেকজাত হিসেবে রাখতে হবে: এছাড়াও জাতটির জীবনকাল অবশ্যই ১৪৫ দিনের কম হতে হবে।

২. হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য চলমান কার্যক্রমের সাথে চেকজাত হিসেবে হাইব্রিড জাত ব্যবহার করতে হবে; সম্ভব না হলে আগামী মৌসুমে এসব জাতের পূন: ট্রায়াল করতে হবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে ড. ভাগ্য রানী বনিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩তম সভার পর্যবেক্ষণ বিষয়ে সভার অন্যান্য সদস্যের মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন) বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৮ তম সভায় অনুমোদিত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে (ব্রিধান ২৮ ও ব্রিধান ২৯) চেকজাত ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড রাইস ডিভিশনের বিভাগীয় প্রধান এর নিকট চেকজাত হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন Stable হাইব্রিড ধানের জাত আছে কিনা জানতে চান। ড.মো: জামিল হাসান, পিএসও ও প্রধানস হাইব্রিড রাইচ বিভাগ, ব্রি, বলেন যে, হাইব্রিড ধান Area Specific, বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ার কারণে জীবনকাল এবং ফলন বিভিন্ন হয়। সে জন্য হাইব্রিড ধানের জীবনকাল ১৪৫ দিন Fixed করা সঠিক হবে না। তিনি আরও জানান, ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ সম্প্রতি সারা দেশের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে। বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের চেক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু সেটা এখনও সারা দেশে জনপ্রিয়তা পায়নি। ব্রি হাইব্রিড ধান ৬, আমন মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে নিবন্ধিত। সারা দেশে এর ট্রায়াল করা প্রয়োজন। হাইব্রিড ধান চেক হিসেবে ব্যবহার করলে heterosis % কমাতে হবে। জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড বলেন আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে স্ট্যান্ডার্ড ফলন ও জীবনকাল Fixed করে দেয়া যায়। জনাব মো: শাহজাহান আলী, সীড টেকনোলজিষ্ট জানান, বাংলাদেশে ১৫টি নিজস্ব উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত আছে। এ গুলোর মধ্য থেকে হাইব্রিড চেক নির্ধারণ করা যেতে পারে। ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা) ব্রি জানান দেশীয় উদ্ভাবিত নিজস্ব ১৫টি হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল করে কোনটি ভাল যাচাই করা যেতে পারে। জনাব

মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, হাইব্রিড ধানের চেক নির্ধারনের জন্য ট্রায়াল করা যেতে পারে এবং সে পর্যন্ত বিদ্যমান পদ্ধতি বহাল রাখা যেতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, সারা দেশের উপযোগী চেক জাত নির্ধারনের জন্য ১০টি অঞ্চলেই ট্রায়াল করা প্রয়োজন। জনাব এসবি নাসিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উইনাল হাইটেক সীড কোম্পানী লি: (বাঃ) বলেন, হাইব্রিড ধান চাষকে উৎসাহিত করতে হলে নিবন্ধন পদ্ধতিকে সহজ করা প্রয়োজন। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, জানান বাংলাদেশে নিবন্ধিত নিজস্ব হাইব্রিড জাতগুলো ১০টি অঞ্চলে ট্রায়াল করে হাইব্রিড চেক নির্ধারণ করা যেতে পারে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩ তম সভার পর্যবেক্ষণ ১ ও ২ এর প্রেক্ষিতে ও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : ১। দেশে উদ্ভাবিত ধানের কোন Standard হাইব্রিড জাত না থাকায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে বর্তমানে দেশীয় উদ্ভাবিত ১৫টি হাইব্রিড জাতের ১০টি অঞ্চলে পর পর ২ বছর ট্রায়াল করে Stability analysis এর মাধ্যমে Standard চেকজাত নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জীবনকাল ও ফলনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২। উক্ত ট্রায়াল আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে।

৩। ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪। নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতকে চেকজাত হিসেবে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৩: কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৭তম সভার সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড জাতের বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা ও যাচাই করা।

কারিগরি কমিটির ৮৭ তম সভায় বোরো/২০১৬-১৭ মৌসুমের ৭টি ধানের হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের সুপারিশের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩ তম সভায় নিম্নবর্নিত পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয় :

"কারিগরি কমিটি যে ৭টি হাইব্রিড জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের নিবন্ধনের অনুমোদনের সুপারিশ করেছে; সেগুলোর চেকজাতের গড় ফলন (ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯) প্রত্যেক কোম্পানির প্রতিটি জাতের সব অঞ্চলে একই রকম। তাই পুনরায় কারিগরী কমিটির সভায় বিষয়টি পর্যালোচনা ও যাচাই করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সুস্পষ্ট তথ্য উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করবে।"

টেবিল-১: সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড ধানের জাতের বর্ণনা :

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	ভিশন এগ্রো	হাইব্রিড ধান LG 92.01	ভারত	২য় বৎসর
২	ভিশন এগ্রো	হাইব্রিড ধান LG 93.01	ভারত	২য় বৎসর
৩	মাহিকো বাংলাদেশ (প্রা:) লি:	MAHY-2 (RXEL-27)	ভারত	২য় বৎসর
৪	ব্র্যাক সীড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৪(RXML-22)	ভারত	২য় বৎসর
৫	Winal Hi-Tech Seed Co. Ltd, bd	Winal Hi-Tech Hybrid Dhan-5 (Win-601)	চায়না	২য় বৎসর
৬	Winal Hi-Tech Seed Co. Ltd, bd	Winal Hi-Tech Hybrid Dhan-6(Win-606)	চায়না	২য় বৎসর
৭	গোল্ডেন বার্ন কিংডম বাংলাদেশ (প্রা:) লি:	GBK(C-2)	চায়না	২য় বৎসর

টেবিল-২: সার সংক্ষেপ টেবিলে সুপারিশকৃত ৭ টি ধানের হাইব্রিড জাতের স্টেশন ও কোড ভিত্তিক গড় ফলন (কেজি/হে:)/বোরো ২০১৬- ১৭

অঞ্চল	স্টেশন	স্টেশন ও কোড ভিত্তিক গড় ফলন (কেজি/হে:)								
		ব্রিধান-২৯	ব্রিধান-২৮	ভিশন এগ্রো হাইব্রিড ধান-১ (H-1167)	মাহিকো হাইব্রিড ধান-১ (H-1175)	ভিশন এগ্রো হাইব্রিড ধান-২ (H-1186)	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৪ (H-1200)	Winal Hi-Tech Hybrid Dhan-5 (H-1201)	Winal Hi-Tech Hybrid Dhan-6 (H-1202)	গোল্ডেন বার্ন কিংডম হাইব্রিড ধান-১ (H-1203)
ঢাকা	অন-ফার্ম	৮৪৫৯	৭০১২	৭৪৭৫	৬৭৯০	৬৩৪২	৭৯৩২	৭৭৭৫	৮৮৬৬	৮৪০৯
	অন- স্টেশন	৭২৩০	৬১৫০	৮৯৪৩	৮৬১৫	৮৩১৭	৮১৮৩	৭৫৫০	৭৬৯৬	৭৩২৮
চট্টগ্রাম	অন-ফার্ম	৬৩২২	৫৭৪২	৮০১৩	৮৪১৭	৮০২৭	৮১৫৭	৮১৫৭	৮১০৭	৬৩৮৭
	অন- স্টেশন	৬৫১৭	৫৭০৫	৮১২০	৮১৫৩	৮০১০	৮২১৭	৮৪৯৩	৮৩১৭	৬৫৩০
খুলনা	অন-ফার্ম	৫৮৩৫	৬০১১	৭৪২৭	৮০৮৫	৭৪৯৫	৮২৫১	৭৪৬৭	৭৮৬৫	৫৮৮৩
	অন- স্টেশন	৬৭৭৮	৫৮৯৮	৭৫৪৭	৮৪০০	৮৩৩৭	৮৩৪২	৮৩৫৬	৮১৭৪	৭১৯৫
রাজশাহী	অন-ফার্ম	৫৯৭৪	৫৯৮৯	৬১৬৪	৬৭৬০	৫৭৪৭	৫৬৫১	৭০৩৩	৬২৪৫	৫০৮১
	অন- স্টেশন	৭০৭৯	৬১০৫	৭৩১৩	৭৬৪৮	৬৮৬০	৭২৮৩	৮০০৫	৭০৩৫	৬২১৭
রংপুর	অন-ফার্ম	৬৫৩৬	৫৫৮৬	৮৪২৪	৮১১৮	৮৫৯৮	৮২৯৩	৯২৩০	৯৩৮০	৬৬৫০
	অন- স্টেশন	৬৫৫০	৫৩৫০	৮৫৩৫	৯০০৯	৮০৬৯	৮৫০২	৯০৩০	৯৮৯০	৬০৬৯
বরিশাল	অন-ফার্ম	৮১৭৩	৭০০৭	৯৩৭৭	৭৩৬৩	৭১৫৭	৮৭৬০	৮৩৫০	৭৪৭৭	৭৯৫৭
	অন- স্টেশন	৯৪৫৩	৬২৫০	৭৭২০	৯৯২৭	৮৩৩৭	৯৩০৩	৯২৩০	৭৯২০	৭৪৭০
জাত সমূহের গড় ফলন (কেজি/হে:)		৭০৭৫	৬০৬৭	৭৯২২	৮১০৭	৭৬০৮	৮০৭৩	৮২২৩	৮০৮১	৬৭৬৫

এ বিষয়ে ড. ভাগ্য রানী বনিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরী কমিটি জানান, সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাতের গড় ফলন প্রত্যেক কোম্পানির প্রতিটি জাতের সব অঞ্চলে একই রকম হওয়ায় উক্ত প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, চেকজাতের গড় ফলন (ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯) প্রত্যেক কোম্পানির প্রতিটি জাতের সব অঞ্চলে একই রকম নয়। এক্ষেত্রে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩ তম সভায় বিভিন্ন অঞ্চলের গড়ফলন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের ফলাফল ও চেকজাতের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন (টেবিল-২)। Compilation mean performance এর ভিত্তিতে নীতিমালা অনুযায়ী সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ড. মো: জাকির হোসেন, উপ পরিচালক (সীড রেগুলেশণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপরোক্ত ৭টি হাইব্রিড জাতের compilation mean performance বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ গত ২২-০৮-২০১৭ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৭তম সভায় সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফলের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড জাত অনুমোদনের জন্য সদস্যগণ পুনরায় মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্যায়ন ফলাফলে বিভিন্ন অঞ্চলে চেক জাত ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ এর গড় ফলনের ভিন্নতা রয়েছে। তাই পূর্বের সুপারিশকৃত ৭টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পুনরায় সুপারিশ করা হল।

আলোচ্য বিষয়-৪

বিবিধ : আমদানীকৃত আলু বীজের শ্রেণির সমন্বয় এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের শ্রেণি সুস্পষ্টিকরণের জন্য উপকমিটি গঠন :

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭০তম সভার আলোচ্য সূচী ৩ এর খ এ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারনের উপকমিটির অধিকাংশ সদস্য অবসর ও বদলি জনিত কারণে উপকমিটি পুর্নগঠনের প্রয়োজন। এ বিষয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু জনাব মো: শাহজাহান আলী, সীড টেকনোলজিষ্ট বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১তম সভার আলোচ্য সূচী ৬ এ সিদ্ধান্ত: "আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস বাংলায় প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। পরবর্তীতে কারিগরী কমিটি

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এনএসবির নিকট প্রেরণ করবে"। বীজ আলু শ্রেণি নির্ধারণ বিষয়ে ড. মো: রেজাউল করিম, যুগ্মপরিচালক, বিএডিসি, ঢাকা বলেন যে, আলুর নতুন শ্রেণি নির্ধারণ করলে শ্রেণি অনুযায়ী বীজ আলুর মাঠমান ও বীজমান পুন:নির্ধারনের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, উপকমিটিতে ড. মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অন্তর্ভুক্ত করে আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস বাংলায় প্রণয়ন ও বীজ আলুর মাঠ ও বীজ মান পুন:নির্ধারণসহ কার্যপরিধি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কমিটির সদস্যগণ নিম্নরূপ:-

১।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	আহবায়ক
২।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা।	সদস্য
৩।	ড. নাসরিন আক্তার আইভি, প্রফেসর, জিপিবি বিভাগ, বিএসএমআরএইউ, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
৪।	ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, পিএসও, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৫।	জনাব মো: শাহজাহান আলী, সীড টেকনোলোজিষ্ট, ঢাকা	সদস্য
৬।	ড. মো: জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশণ), বীপ্রএ, গাজীপুর	সদস্য
৭।	সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৮।	বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৯।	ব্র্যাক এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীপ্রএ, গাজীপুর	সদস্য সচিব

এ বিষয়ে জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, যেহেতু এখন আলুর মৌসুম শুরু হয়েছে, তাই কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং এর ৭/১০/২০১২ পত্র মোতাবেক বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আলুর বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ সরবরাহ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ১ : গঠিত উপকমিটি আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ ও তার বীজ ও মাঠ মান নির্ধারণ এবং আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস বাংলায় প্রণয়নপূর্বক কারিগরী কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

সিদ্ধান্ত ২ : উপ কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং এর ৭/১০/২০১২ পত্র মোতাবেক বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযায়ী আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ সরবরাহ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ৩ : উক্ত কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩১/১২/১২

(ড. ভাগ্য রানী বনিক)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১-২৪৮৩ তারিখঃ ০৬/১১/১৭

বিতরণ: অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তুলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন,১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	--- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয, ঢাকা-১০০০।

৬/১১/১৭

(মোঃ ইকবাল)
পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ই-মেইলঃ dir@sca.gov.bd

৬/১১/১৭

D:Drive Forwarding TCM Meting Copy-75